তারিখ 22 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

ক্যাম্পাসে আতংক আরও বাড়িয়াছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আতংক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুক্রবার রাতে স্কুল ছাত্র ইদ্রিস আলীর খুনের ঘটনার পর গতকাল শনিবার বিকালে, ঢাকা মহানগর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল তল্লাশী করে। কেহ গ্রেফতার হয় নাই। তবে পুলিশ জিয়া হল চত্বর হইতে ৬

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে আতংক

(১ম পৃঃ পর)

রাউণ্ড গুলি ভর্তি একটি রিভলভার, ১৩টি রাইফেলের গুলি চার্জার ও একটি নম্বর বিহীন মোটর সাইকেল উদ্ধার করে।

গতকাল বিকালে পুলিশের একটি বড় দল জিয়া ও মুজিব হল এলাকা ঘিরিয়া ফেলে। হল দুইটিতে একযোগে পুলিশের তল্লাশী শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পুলিশ যখন জিয়া হল তল্লাশী করিতেছিল তখন উপরতলা হইতে একটি পিস্তল নীচে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পুলিশ পিস্তলটি উদ্ধার করে। প্রায় এক ঘন্টার তল্লাশীশেষে পুলিশ ২০/২৫ জন ভর্তিচ্ছু ছাত্রকে গ্রেফতার করার উদ্যোগ নিলে হলের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ ভর্তিচ্ছুদের ছাড়িয়া দেয়।

স্কুল ছাত্র ইদ্রিস আলীর খুনের ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, ইদ্রিস দীর্ঘদিন ধরিয়া জিয়া হলে থাকিত। জিয়া হল এলাকায় সে গুলীবিদ্ধ হয়।

ক্যাম্পাসের ৪/৫টি হলে বহিরাগতদের দাপট এখন বেশী। ছাত্রদল বনাম ছাত্রলীগের (আ-অ) মধ্যে উত্তেজনা রহিয়াছে। পাশাপাশি একই সংগঠনের নেতৃত্ব লইয়াও রেষারেষি অব্যাহত আছে। কাহারও মধ্যে সহিষ্ণু মনোভাব নাই। কথায় কথায় গুলী করার হুমকি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। সাংগঠনিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য ক্যাম্পাসকে উত্তর, দক্ষিণ পাড়ায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে দুইটি ছাত্র সংগঠন।
উত্তর পাড়ার কাহারও দক্ষিণ পাড়া—
একইভাবে দক্ষিণ পাড়ার কাহারও
উত্তর পাড়ায় যাওয়ার সুযোগ নাই।
সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি হলে
এমন কিছু তরুণ ঘোরাফিরা শু
করিয়াছে যাহাদের পুথিগত বিদ্য
কোন যোগ্যতা নাই। অনেে
হলের কক্ষেও অবস্থান করিতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মক
জানান, পরিস্থিতি উত্তরোত্ত
জটিল হইতেছে। সন্ত্রাস প্রতিরো
কথা বলা হইতেছে। অথচ কা
মধ্যে সেই মনোভাব নাই। ছা
ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনত
মধ্যে সময় কাটাইতেছে।